আদিল্লাতুল ওরশ

প্রণীত

মাওঃ আকবর আলী রেজভী
সুন্নী আল্‌কাদেরী

pdf by : Mohammad Abdul Awal
সকলের নিকট দু'আ প্রার্থী
Mobile : 01745-335634

সাং-সতরশীর
পোঃ- রেজভীয়া এতিমখানা
জেলা- নেত্রকোনা, বাংলাদেশ

প্রকাশনায় ঃ রেজভীয়া দরবার প্রকাশনা পরিষদ
১৮৯, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৩৪২৪৮১

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৯৮৭
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ২০০০

স্বত্ব– লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

মূল্য– ১০.০০ টাকা

ঢাকাস্থ রেজভীয়া দরবার প্রকাশনা পরিষদের বক্তব্য

বিছমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম।

অশেষ শোকরিয়া আল্লাহ রাসুলের দরবারে। বাতেল ফেরকার বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদের বিরুদ্ধে ক্ষুরধার লেখনি শতাব্দীর মোজাদ্দেদ হযরাতুল আল্লামা রেজভী সাহেব হুজুর কেবলার লিখিত অমূল্য গ্রন্থটি মনযোগ সহকারে পাঠে সর্বসাধারণ উপকৃত হবেন, পাবেন সত্যের সন্ধান। ভ্রান্ত দলের মনগড়া মতামত থেকে নিজেকে রক্ষা এবং সত্য উপলব্ধি করার তৌফিক আল্লাহ আমাদের দান করুন। সত্য প্রতিষ্ঠিত হোক, মিথ্যা ধ্বংশ হোক এ কামনা করছি। মুদ্রণ জনীত ত্রুটি মার্জনীয়।

আল্লাহ রাসুল গ্রন্থটি কবুল করুন।

আবু সাঈদ ভূইয়া
সভাপতি

মুহাম্মদ মোশারফ হোসেন ভূইয়া
সম্পাদক

প্রশংসার উপযুক্ত যিনি কুন্ শব্দের দ্বারা সমস্ত জাহান্‌কে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এক মুষ্টি মাটির দ্বারা মানুষ বানাইয়াছেন এবং সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্মানের তাজ পড়াইয়াছেন। তারপর অগণিত দরুদ যিনি সৃষ্টি কুলের মূল, যিনি আল্লাহর নূর, যাহার শরীর মোবারক নূরের, যাহার প্রশ্রাব, পায়খানা মোবারক নূর, যিনি গায়েবের খবরদাতা, যিনি স্ব-শরীরে জিন্দা এবং হাজির নাজির, যিনি সৃষ্টির তুলনাহীন ও গোনাহগার উম্মতের সুপারিশকারী, যিনি শরিয়তে আদম সন্তান, হাকিকতে আদম আলাইহিচ্ছাল্লামের পিতা, মোহাম্মদ মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামের উপর। এই পুস্তকখানা লেখার কারন এই যে, বর্তমান যুগে কতেক্ নামধারী আলেম পবিত্র ওরশকে বেদায়াত, নাজায়েজ হারাম বলিয়া থাকে। এই সমস্ত কথা হিংসার বসিভূত হইয়া ও মুর্খতার কারনে বলিয়া থাকে। আসলে ওরশ উত্তম কর্ম। এবং শরীয়তের কেতাবাদির দ্বারা প্রমাণ রহিয়াছে। উক্ত পুস্তক আকারে বড় হইবে বলিয়া অতি কম দলিল পেশ করিলাম। প্রয়োজনে হাজির করিব, কালছারহালদর, অলির আস্তানার ধূলী চক্ষের সুর্মা বানাও, দূর দেশ দেখিতে পারিবে।

মাওঃ আকবর আলী রেজভী সুন্নী আলকাদেরী
সাং- সতরশীর, পোঃ- রেজভীয়া এতিমখানা
জেলা- নেত্রকোনা
তারিখ ২৮/১/৮৭ইং

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده نصلى على حبيبه الكريم

ওরশের আভিধানিক অর্থ হলো আনন্দ। এই জন্যই স্বামী স্ত্রীকে ওরশ বলে। আওলিয়ায়ে কেরামের পরলোকগমন দিবসকে এই জন্য ওরশ বলে যে, মেশকাত শরীফ বাব ইছবাতে আজাবুল কবরের মধ্যে আছে যে, যখন নাকিরাইন অর্থাৎ মুনকার ও নাকির নামক ফেরেস্তা মৃত ব্যক্তির পরীক্ষা নেয় এবং ঐ মৃত ব্যক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তখন বলে-

نم كنومة العروس الذى لايوقطه الا احب اهله اليه

অর্থ- তুমি ঐ স্ত্রীর মত শুয়ে যাও যাহাকে তাহার প্রিয়জন ব্যতিত কেহ উঠাইতে পারিবেনা। তবে যখন ঐ দিনকে নাকিরাইনে ওরশ বলিয়াছে এইজন্য ঐ দিনকে রোজে ওরশ বলা হয়। অথবা এইজন্য যে, ঐদিন জামালে মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে দেখার দিন যে, নাকিরাইন মোস্তফা ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লামকে দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, তুমি তাহাকে কি বলিতে এবং তিনি তো সৃষ্টির দুলহা, সমস্ত সৃষ্ট তাঁর খাতিরে সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং অতি প্রিয়জনের সাক্ষাতের দিনকে ওরশ বলা হয়। এই জন্যই এই দিনকে ওরশ বলা হইয়াছে। ওরশের হাকীকত শুধু এই পর্যন্তই যে, প্রতি বৎসর পরলোক গমন দিবসে কবর জিয়ারত করা এবং কোরআন পাঠ করা এবং ছাদকা খায়রাতের ছওয়াব দান করা ইহাই ওরশের মূল বিষয়বস্ত। ওরশের প্রমাণ হাদীসে পাক এবং ফেকাহ্‌র কিতাবের দ্বারা প্রমাণীত আছে। জগৎ বিখ্যাত শামী নামক কিতারেব প্রথম খণ্ডে বাবে জিয়ারাতুল কবুরের মধ্যে রহিয়াছে যে,

روى ابن ابى شيبه ان النبى صلى الله عليه وسلم كان ياتى قبور الشهداء باحد راس كل حول

অর্থ- ইবনে আবি শিবা বর্ণনা করিয়াছেন যে, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম প্রতি বৎসর উহুদের শহীদগণের কবর সমুহের জিয়ারতে যাইতেন। তফসিরে কবির এবং তাফসিরে দোররুল মনছুরের মধ্যে আছে

عن رسول الله عليه السلام انه كان ياتى قبور الشهداء على راس كل حول فيقول سلام عليكم بماصبرتم فنعم عقبى الدار والخلفاء الاربعة هكذا كانوا يفعلون

হুজুর

ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি প্রতি বৎসর শহীদগণের কবরসমূহ জিয়ারত করিতে যাইতেন এবং কবরবাসীদিগকে ছালাম জানাইতেন এবং চারজন সাহাবাও এইরূপ করিতেন অর্থাৎ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু, হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রতি বৎসর শহীদগণের কবর জিয়ারত করিতেন। শাহ আবদুল আজিজ সাহেব ফতুয়ায়ে অজীজিয়ার ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, বহু লোক একত্রিত হইয়া কোরআন খতম করিয়া খাওয়া খাদ্যের উপর ফাতেহা পড়িয়া উপস্থিত জনগণকে খাওয়ানো এই রুছম রাসুলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের জমানায় ছিলনা, কিন্তু যদি কেহ করে তবে তাতে কোন ক্ষতি নাই। বরং জিন্দা ব্যক্তিগণের দ্বারা মৃত ব্যক্তিগণের বড়ই উপকার হয়ে থাকে। কিতাব জুবদাতুন নাচায়িহে ফিমাছায়িলিজ্জাবায়িহের মধ্যে আছে, ছালেহীন অর্থাৎ নেককার ব্যক্তিদের কবরসমুহ হইতে বরকত লওয়া এবং ইছালে ছাওয়াব করা, এবং কোরআন তিলাওয়াত করা এবং শিরনি বন্টন করা এবং খাওয়া খাদ্যের দ্বারা মৃত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য করা উত্তম। উহা এজমায়ে উলামার দ্বারা প্রমাণিত আছে। ওরশের দিন এই জন্য ধার্য করা হয় যে, ঐদিন মৃত্যু দিবসকে স্মরণ করা হয়। তা না হইলে যেকান দিন করা যাইতে পারে। হজরত শায়েখ আবদুল কুদ্দুছ গাংগহী মাকতুব নামক কেতাবের ১৬ পৃষ্ঠায় মাওলানা জালাল উদ্দিন সাহেবের নিকট লিখিয়াছেন যে,

اعراس پيران برسنت پيران سماع وصفائى جارى دارند

অর্থ- পীরগণের সুন্নত অর্থাৎ তরিকা অনুযায়ী চেমা, কাওয়ালী বিশুদ্ধভাবে প্রচলন রাখ। মাওলানা রশিদ আহাম্মদ এবং আশরাফ আলী থানবী সাহেবেদের পীর হাজী এমদাদ উল্লাহ সাহেব নিজ কিতাব ফায়ছালায়ে হাক্তে মাছায়ালার মধ্যে ওরশ জায়েজ হওয়ার বহু শক্তি দিয়াছেন। তিনি নিজেও

ওরশ করিতেন। তিনি বলেন যে, প্রতি বৎসর আমি আমার পীর ও মুরশিদের রূহ মোবারকের উপর ইছালে ছাওয়াব করি। প্রথম কোরআন তিলাওয়াত হয় এবং সময় সুযোগে মিলাদ শরিফ পাঠ করা হয়। তারপর উপস্থিত জনগণকে খানা ফিনা করানো হয়। এবং ইহার ছাওয়াব বখশিয়া দেওয়া হয়। মাওলানা রশিদ সাহেবও মূলত ওরশকে স্বীকার করিয়াছেন। যেহেতু ফতুয়ায়ে রশিদিয়ার প্রথম জিলদে কিতাবুল বেদায়াতের ৯২ পৃষ্ঠায় লিখেন যে, বহুবিষয়ে প্রথম মোবাহ ছিল। আবার কোন সময়ে নিষেধ করা হইয়াছে। ওরশ শরীফের মৌলাদ শরীফের বিষয়ে আরববাসীগণের দ্বারা জানা যায় যে, আরবের লোকজন হজরত ছৈয়দ আহাম্মদ বদবি রাদিয়াল্লাহু আনহু এর ওরশ বহু ধুম ধামের সহিত করিতেন। বিশেষভাবে মদীনা মোনাব্বারার আলেমগণ হযরত আমির হামজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর ওরশ করিতেছেন। যাঁহার মাজার শরীফ উহুদ পাহাড়ের উপরে। ফলকথা সমস্ত দুনিয়ার মুসলমান আলেমগণ এবং ছালেহীনগণ বিশেষভাবে মদীনাবাসীগণ ওরশ করিয়া থাকেন। এবং যে কার্যকে মুসলমান ভাল জানে ঐ কার্যটি আল্লাহর নিকটও ভাল। জ্ঞানের দ্বারাও বুঝা যায় যে, বুজুরগানে দ্বীনের ওরশ করা উত্তম। প্রথমত এইজন্য যে, ওরশ, কবর জিয়ারত এবং ছদকা খায়রাতের সমষ্টি। কবর জিয়ারত সুন্নাত এবং ছদকা খায়রাত সুন্নাত উভয় সুন্নাতের সমষ্টি হারাম কেমন করে হইতে পারে? মিশকাত শরীফে বাবে জিয়ারাতুল কবুরের মধ্যে আছে যে, হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন যে, আমি তোমাদিগকে এককালে কবর জিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছিলাম। এখন আদেশ করিতেছি যে, তোমরা কবর জিয়ারত কর।

ইহাতে কবর জিয়ারত জায়েজ হইয়া গেল। চাহে প্রতিদিন অথবা বৎসরের পর, চাহে একা জিয়ারত কর বা বহু জনগণ নিয়ে কর। এখন নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া কথা বলা যায় না যে, বহু লোকজন নিয়া জিয়ারত করা যায়না। অথবা বৎসরের পর দিন নির্দিষ্ট করিয়া জিয়ারত করা যায় না, এই সমস্ত কথা বাতেল, অগ্রাহ্য। দিন তারিখ নির্দিষ্ট করতঃ অথবা নির্দিষ্ট করা বাদেও সব সময় জিয়ারত করা জায়েজ আছে। দ্বিতীয় বিষয় এই যে, ওরশের তারিখ নিদৃষ্ট করিলে লোকজন একত্রিত হইবার সহজ উপায় হয়

এবং লোকজন একত্রিত হইয়া কোরআন তিলাওয়াত, কলমায়ে তৈয়্যেবা, দুরুদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করিলে অধিক ছাওয়াব ও বরকত হয়। তৃতীয় বিষয় এই যে, এক পীরের মুরিদান ঐ নির্দিষ্ট তারিখে আসিয়া পীরভাইদের সাথে সাক্ষাৎ করিতে পারেন এবং একে অন্যের অবস্থা জানিতে পারেন। ইহাতে পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়। চতুর্থ বিষয় এই যে, পীর সাহেবের জন্য মুরিদানকে শিক্ষা দেওয়া সহজ হয়।

হজ্জের তারিখ নির্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। মদীনা মুনাব্বারা জিয়ারতের তারিখ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। বিবাহের তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়। মেহমানি ও সভা সমিতির তারিখ নির্দিষ্ট করা হয়। মাদ্রাসার সভা সমিতির তারিখ নিদৃষ্ট করা হয়। তারিখ নিদৃষ্ট ব্যতিত কোন কাজইতো হয় না। তবে ওরশের তারিখ নির্ধারিত করার মধ্যে কি দোষ হইতে পারে?

ওহাবী মোল্লাদের প্রশ্ন

হে সুন্নী মুসলমানগণ যাকে তোমরা মৃত্যুর পর অলি মনে করিয়া ওরশ করিয়া থাক তোমরা কেমন করিয়া জানিতে পারিলে যে, সে অলি। কাহারো মৃত্যুর পর বিশ্বাস করা যাইতে পারেনা যে সে মুসলমান অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে, না বেদ্বীন হইয়া মৃত্যু হইয়াছে। তবে আবার কাহারো মৃত্যুর পর তাহার বেলায়েত অর্থাৎ সে অলি তাহা কেমন করিয়া জানিতে পারিলে? বড় বড় নেককারগণ কাফের হইয়া মরে।

ইহার উত্তর

জীবনের জাহেরী কার্য্যকলাপের উপর মৃত্যুর পর হুকুম জারী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি জিন্দিগীতে মুসলমান ছিল, মৃত্যুর পরেও তাহাকে মুসলমান জানিয়া তাহার জানাযার নামাজ পড়া হয় এবং কাফন দাফন করা হয় এবং যেই ব্যক্তি জিন্দিগীতে কাফের ছিল, মৃত্যুর পর তাহার জানাযার নামাজ হইবেনা। এবং কাফন দাফনও হইবেনা। শরীয়তের হুকুম শুধু জাহেরী অবস্থার উপর হইয়া থাকে। সম্ভবের উপর নয়। সম্ভব কথাটি গ্রাহ্য করা হয় না। তদ্রুপ যিনি জীবন থাকিতে অলি তিনি পরলোকগমনের পরেও অলি।

যদি শুধু সম্ভবের উপর হুকুম জারী হয় তবে কাফেরদেরও জানাযার নামাজ পড়িও, হইতে পারে সে সম্ভবত মুসলমান হইয়া মরিয়াছে এবং মুসলমানকে জানাযা না দিয়া অগ্নিতে জ্বালাইয়া দিও। হইতে পারে সে, সম্ভবত কাফের হইয়া মরিয়াছে মিশকাত কিতাবুল জানায়েজ বাবুল মাশিবিল জানাযার মধ্যে বোখারী ও মুছলিম হইতে রাওয়াত আছে যে, একদা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এক জানাযার সম্মুখীন হইলেন। যাহার প্রশংসা লোকে করিয়াছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলিলেন, (আযাবাত) অর্থাৎ ওয়াজিব হইয়াছে। দ্বিতীয় জানাযার সম্মুখীন হইলেন যাহার কোতমা লোকজন করিয়াছে। তখনও হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াছাল্লাম বলিলেন (আযাবাত) অর্থাৎ ওয়াজিব হইয়াছে। তখন হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু জিজ্ঞাসা করিলেন যে, কি ওয়াজিব হইয়াছে? উত্তরে বলিলেন প্রথম ব্যক্তির জন্য বেহেস্ত, দ্বিতীয় ব্যক্তির জন্য দোজখ। আবার বলিলেন– انتم شهداء الله فى الارض তোমরা জমিনে আল্লাহর সাক্ষ্য। যাহার দ্বারা জানা গেল যে, সর্ব সাধারণ মুসলমান যাকে অলি জানে সেই আল্লাহর নিকট অলি মুসলমানের মুখে ঐ কথা বাহির হয় যাহা আল্লাহর দরবারে হয়। তদরূপ যে কার্য্যকে মুসলমান ছাওয়াব জানে, হালাল জানে, উহা আল্লাহর নিকটও ছওয়াব এবং হালাল। কেননা মুসলমান আল্লাহর সাক্ষ্য। এই হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে, যাহা মুসলমানের নিকট ভাল উহা আল্লাহর নিকটেও ভাল। কোরআন–

وكذلك جعلنكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس

অর্থ- আল্লাহপাক বলেন যে, আমি তোমাদিগকে সুবিচারক উম্মৎ বানাইয়াছি। যেন তোমরা মানুষের উপরে সাক্ষী হও। মুসলমান কিয়ামত দিবসের জন্য সাক্ষী এবং দুনিয়ার ও সর্বসাধারণ মুসলমান যাকে অলি বলে নিঃসন্দেহে সে অলি। অলিগণের মাজার শরীফ তাজিম করা ওয়াজিব।

দ্বিতীয় প্রশ্ন

সাধারণ, ওরশের মধ্যে মেয়ে পুরুষ একত্রিত হইয়া থাকে। নাচ, গান হইয়া থাকে, কাওয়ালী হইয়া থাকে। ফলকথা বুজরগানে দ্বীনের ওরশের মধ্যে হারাম কাজগুলো হওয়ার জন্যেই হারাম।

উত্তর

এই যে, কোন সুন্নাত অথবা জায়েজ কাজের মধ্যে হারাম কার্য হওয়ায় আসল হালাল কর্ম হারাম হয় না। বরং হারাম হারামই থাকে এবং হালাল হালালই থাকে। মক্কা মোয়াজ্জামা ফতেহ হইবার পুর্বে খানায়ে কাবায় মূর্তি ছিল এবং ছাফা ও মারোয়া পাহাড়ে মূর্তি ছিল। কিন্তু মূর্তি থাকার কারনে মুসলমানগণ কাবাশরীফের তাওয়াফ ছাড়ে নাই এবং উমরাকেও ছাড়ে নাই। হাঁ যখন আল্লাহ শক্তি দিয়াছেন তখন মূর্তিদিগকে সরাইয়া দিয়াছেন। আজকের বাজার সমূহে এবং রেলপথের সফরে এবং দুনিয়াবি অনেক মজলিসে বর্তমানে অহাবীগণের ছিরাতুন্নবীর মাহফিলে পুরুষ ও মেয়েলোক আসিয়া থাকে। হাজীগণের জাহাজে, অনেক সময় তাওয়াফের মধ্যে মিনা ও মোজদালেফায় পুরুষ ও মেয়েলোক একত্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু এই কারণে আসল জিনিসকে কেহ নিষেধ করে নাই। কোন সময় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে হারাম কর্ম হইয়া থাকে কিন্তু এইজন্য মাদ্রাসাকে কেহ হারাম বলিতে পারে নাই। তদ্রুপ ওরশ মোবারকে মেয়ে লোকদের যাওয়া হারাম, নাচ, গান হারাম কিন্তু এই কারণে আসল ওরশ কেন হারাম হইবে। বরং ওরশে যাইয়া নাজায়েজ কর্মগুলো সরাইয়া দাও এবং লোকদিগকে বুঝাইয়া দাও। দেখুন জুদাবিন কায়েস মুনাফেক, বলিয়াছেন যে, আমাকে তবুকের যুদ্ধে হাজির করিবেন না। এইজন্য যে, রোম ও শামদেশের মেয়েলোকগণ অতি সুন্দরী এবং আমি মেয়েলোকদের জন্য আশেক, আমাকে এই ফেৎনায় ফেলিবেন না। কিন্তু কোরআনে কারিমে এই ওজরকে গ্রহণ করে নাই এই ওজরকে আল্লাহপাক কুফুরি এবং জাহান্নামের কারণ বলিয়াছেন–

الا فى الفتنة سقطوا ان جهنم لمحيطه بالكافرين

দেখুন তফসিরে কবির এবং রুহুল বয়ান। এই ওজর আপত্তি আজকে শুধু দেওবন্দি অহাবীগণ করিয়া থাকে। আজ বিয়ে সাদীর মধ্যে শতাবধী হারাম কার্য হইয়া থাকে। কিন্তু এই সমস্ত গোনাহের কাজের দরুন বিবাহকে কেহ হারাম বলিয়া বন্ধ করেনাই। কাওয়ালী যাহা আজকাল সর্ব সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। যাহার মধ্যে গান্দীগি অর্থাৎ অসামঞ্জস্য বিষয়বস্তর গান গাহিয়া থাকে। ফাসেক ফাজের, মেয়ে ও পুরুষ একত্রিত হইয়া থাকে এবং

শুধু স্বরের উপর নাচানাচি হইয়া থাকে। সময়মত নামাজ পড়েনা, অজু গোসল থাকেনা উহা অবশ্যই হারাম কিন্তু যদি কোন জায়গায় সমস্ত শরায়েতের সহিত কাওয়ালী হয়, গায়ক, এবং শ্রোতাবৃন্দ আহাল হয়, তবে উহাকে কেহ হারাম বলিতে পারিবেনা। বহু বড় বড় সুফিয়ানে কেরাম কাওয়ালীকে আহাল ব্যক্তির জন্য জায়েজ বলিয়াছেন এবং যাহারা আহাল নয় তাহাদের জন্য হারাম। ইহার আসল এই হাদীস যাহা মেশকাত শরীফ কিতাবুল মুনাকিব বাবে মুনাকিবে উমরের মধ্যে আছে যে, হুজুর আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াছাল্লাম এর সম্মুখে এক বন্দী দপ বাজাইতেছিল ছিদ্দিকে আকবর আসিয়াছেন তবুও বাজাইতেছে, কিন্তু যখন ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আজমায়িন আসিয়াছেন তখন দপকে নিচে রাখিয়া বসিয়া গেলেন। হুজুর আলাইহিচ্ছালাতু ওয়া চ্ছালাম বলিলেন যে, হে উমর তোমাকে শয়তান ভয় করে।

এখন প্রশ্ন এই হইল যে, দপ বাজানো শয়তানি কর্ম ছিল কিনা? যদি শয়তানি কাজ ছিল, তবে কি হুজুর ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং ছিদ্দিকে আকবর ও ওসমানগণি রাদিয়াল্লাহুম আজমায়িনকে শয়তান ভয় করে নাই। এবং ইহাতে নিজে আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালাম এবং ঐ সাহাবায়ে কেরামগণ কেন শামিল ছিলেন? এবং যদি শয়তানি কর্ম না-ই হইত তবে হুজুর আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালাম এর ঐ আদেশের কি অর্থ হইতে পারে?

উত্তর

এই যে, হযরত ফারুকে আজম রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু আসার পূর্বে দপ বাজানো শয়তানি কর্ম ছিল না। তাই বাজাইতে ছিল এবং ফারুকে আজম আসা মাত্রই শয়তানি কর্ম হইয়াগেল, তাই বন্ধ হইয়াগেল। এইজন্য সুফিয়ানে কেরাম ইহাতে ছয়টি শর্ত লাগাইয়াছেন। তন্মধ্যে একটি শর্ত ইহাও যে, মজলিসে কোন গায়রে আহাল ব্যক্তি যেন না থাকে তাহা না হইলে শয়তান ইহাতে শরীক থাকিবে যেমন খানার মজলিসে যদি কোন ব্যক্তি বিছমিল্লাহ ব্যতীত খাওয়া আরম্ভ করে তবে শয়তানও ইহাতে শরিক থাকে

ইহাতে প্রমাণ হয় নাই যে, ফারুকে আজমের মর্তবা কম। বরং সাহাবায়ে কেরামদের পৃথক পৃথক মর্তবা রহিয়াছে।

কাহারো মধ্যে অনুকরণ বেশী এবং কাহারো মধ্যে জজবায়ে মহাব্বত বেশী এইজন্য তাছির বিভিন্ন রকম ছিল। যদি কোন গাউছ অথবা কুতুব বিসমিল্লাহ ব্যতীত খাওয়া আরম্ভ করে তবে ইহাতে শয়তান শরিক হয়ে যায় বটে, কিন্তু ইহাতে গাউছ অথবা কুতুবের তৌহিন হয়না। জগত বিখ্যাত শামী নামক কিতাব পঞ্চম খণ্ডে কিতাবুল কেরাহিয়াত ফসল ফিল লিবাসের সমান্য আগে এই এবারত রহিয়াছে-

الة الهو ليست حرمة لعينها الى الاخر

যাবতীয় বাদ্য যন্ত্র মূলত হারাম নয়। সময়ে হালাল সময়ে হারাম। তফসিরে আহাম্মদিয়া ২১ পারা সুরায়ে লোকমান,

ومن الناس من يسترى لهو الحديث

আয়াতের মর্মে কাওয়ালীর বিষয়ে তাহাকীকের সহিত বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। অবশেষে মীমাংশা এই করিয়াছেন যে, কাওয়ালী আহাল ব্যক্তির জন্য হালাল এবং না আহালদের জন্য হারাম। হাদীস শরীফে আছে ইসলামের তিয়াত্তরটি দল হইবে। একটি দল বাদে বাকীগুলি জাহান্নামী হইবে। বেহেস্তী দলের নাম আহালে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত, সংক্ষেপে সুন্নী জামায়াত বলে। একামাত্র সুন্নী জামায়াতেই অলি আল্লাহ হইয়া থাকেন এবং কেয়ামত পর্যন্ত হইয়া থাকিবেন। কোন জাহান্নামী ফেকরায় অলি নাই এবং হইবেওনা। যথা- কাদিয়ানি, দেওবন্দি, তাবলিগী. ওয়াহাবী, শিয়া, জমাতে ইসলামী এদের মধ্যে কোন অলি নাই। কেননা তাহারা বাতেল ফেরকার লোক। হযরত মুছা আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছাল্লামের ধর্মে অলি ছিল। যথা- আছুফ ইবনে বরখিয়া, আসহাবে কাহাফ, হজরত মরিয়ম আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালাম অলি ছিলেন। বর্তমানে মুছা আলাইহিচ্ছালাতু ওয়াচ্ছালামের ধর্ম মনছুখ হওয়ার কারণে অলি নাই, হইবেও না। জানিয়া রাখিবেন বাহাত্তর বাতেল দলের মধ্যে আলেম আছে। কিন্তু আলেমের দ্বারা দল সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। কিন্ত যে দলে অলি আছে ঐ দলই সত্যবাদী ও বেহেস্তী। এইজন্য যে, আলেমগণ কথা বলে শুনিয়া, কিতাব পড়িয়া। কিন্তু অলিগণ কথা বলেন দেখিয়া। আলেমগণের কাল (কথাবার্তা) অলিগণের হাল।

মাওলানা রুমি রহমতুল্লাহ আলাইহে বলেন শোনা এবং দেখার মধ্যে বহু পার্থক্য। তদ্রুপ কাল ও হালের মধ্যে বহু পার্থক্য। নৌকা মাল্লা ব্যতীত চলিতে পারেনা। তদ্রুপ জিন্দিগীর নৌকাও অলি আল্লাহ ব্যতীত উদ্দেশ্য স্থানে পৌঁছিতে পারে না। এইজন্যই কোরআনে কারিমে আল্লাহ পাক বলিয়াছেন- وابتغو اليه الوسيلة অর্থ- আল্লাহকে পাওয়ার জন্য ওছিলা তালাশ কর।

সুন্নী জামাতের আলিগণের মাজারে ওরশ হইতেছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত হইবে। ইমামে আজম হজরত আবু হানিফা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর মাজারে ওরশ হয়। মা আমিনা খাতুন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা এর মাজারে ওরশ হয়। গাউছে সাকালাইন হযরত আবদুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর দরবারে ওরশ হয়। খাজা আজমীরি চাঞ্জারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর মাজার শরীফে ওরশ হয়। খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ারী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর মাজারে ওরশ হয়। খাজা নিজামউদ্দিন রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু এর মাজারে ওরশ হইয়া থাকে। ফলকথা বাংলা ও ভারত নয় সারা বিশ্বের সর্বত্র আওলিয়া কেরামের মাজারে ওরশ হয়। অহাবীরা বন্ধ করিতে পারিবেনা। কেয়ামত পর্যন্ত ওরশ হইতেই থাকিবে। অলিগণ নবীজির নূরের বাতি। মুখে ফুক দিয়া নিবাইতে চেষ্টা করিওনা। সাবধান দাড়ি পুড়িয়া যাইবে। অলিগণ নবীজির অতুল প্রেম সাগরে ডুবিয়াছেন। সাগরের পানি কোন সময় আবর্জনায় নাপাক হয় না। যে পাল্লায় স্বর্ণ ওজন করা হয়, সেই পাল্লায় সিমুলের রুই ওজন করা চলেনা।

দেখিতে পাই জায়গায় জায়গায় প্রায় প্রত্যেক অলিগণের মাজারে একটি বাতেল ফেরকার জাহান্নামী দলের মাদ্রাসা করিয়াছে। ইহাতে দূরভিসন্ধি রহিয়াছে। এই সমস্ত মাদ্রাসাগুলিকে মাজার হইতে উঠাইয়া দেওয়া হউক। তাহারা অলির দুশমন। প্রমাণের জন্য মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত আমি প্রস্তুত আছি। আজ অল্প লিখে বিদায় হইলাম। اسلام عليكم

মাওঃ আকবর আলী রেজভী সুন্নী আল্‌কাদেরী
গ্রাম - সতরশীর, পোঃ- রেজভীয়া এতিমখানা
জেলা - নেত্রকোনা

বিঃ দ্র ঃ - প্রতি বৎসর ফাল্গুণ মাসের ১০, ১১ তারিখে আমার বাড়িতে ওরশ মুবারক হইয়া থাকে। দাওয়াত রহিল।

ইতি- মাওঃ রেজভী .....
তাং ২৮/১/৮৭